তারিখ 13 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

108

দাবি মেনে নিন ॥ শেখ হাসিনা

কাল রাজধানীতে হরতাল আহ্বান করেছেন শিক্ষকরা ॥ আজ সংসদ অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ধর্মঘটি শিক্ষকদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তাদের দাবি ন্যায্য দাবি। জনগণের পয়সায়ই তা পূরণ হবে। নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন বন্ধের উদ্যোগ নিলে আমরাও শিক্ষকদের সাথে পথে নামব।

গতকাল দুপুরে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে এসে শেখ হাসিনা এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। এদিকে শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি তাদের চার দফা দাবি আদায়ের জন্য আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত রাজধানীতে হরতাল আহ্বান করেছে। আজ বিকাল তিনটায় সংসদ অভিযান এবং স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচীও ঘোষণা করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এক বিবৃতিতে হরতাল সফল করার জন্য মহানগরীর সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

চার দফা দাবিতে শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি আহূত শিক্ষকদের মহা-অবস্থান কর্মসূচী গতকাল রবিবারও

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

কাল রাজধানীতে

(প্রথম পাতার পর)

অব্যাহত থাকে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষকরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করছিলেন। এদিকে গতকাল আরও অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং পেশাজীবী সংগঠন শিক্ষকদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

বর্তমান সরকারকে প্রতারক আখ্যায়িত করে বলেন, ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করাই এ সরকারের কাজ। শিক্ষকদের সাথেও তারা প্রতারণা করেছে।

গতকাল দুপুরে তিনি অবস্থানস্থলে এসে শিক্ষকদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। শেখ হাসিনা সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য শিক্ষকদের রাজপথে নামতে হয়েছে এটা জাতির দুর্ভাগ্য। স্বাধীন দেশে বিনা আন্দোলনেই শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়িত হয়ে যাওয়ার কথা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে আন্দোলন করতে হবে না। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুস সামাদ আজাদসহ অন্যান্য নেতা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পার্টি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ, ন্যাপ (মোঃ) নেতা নূরুল আলম, জামায়াত নেতা শেখ আনছার আলী, জাসদ (রব) নেতা অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবীর হিরো, ঢাকার মেয়র মোঃ হানিফ, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, কৃষক লীগ নেতা হাজী রাশেদ মোশাররফসহ প্রচুর সংখ্যক নেতা অবস্থানস্থলে এসে শিক্ষকদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

এদিকে ধর্মঘটী শিক্ষক নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য বিকালে পৃথক স্থানে বৈঠকে বসেন। সেখানেই কর্মসূচী নির্ধারিত হয়। ধর্মঘটী শিক্ষকরা শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় চারদফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচী শুরু করেন। রাতেও অবস্থানস্থল ত্যাগ করেননি। সকালের মুষলধারার বৃষ্টিতে ভিজেছেন। দুপুরের তপ্তরোদে পুড়েছেন। নিজ নিজ উদ্যোগে আনা চিড়া-গুড় খেয়ে অবস্থান করছেন। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনা অবস্থান ধর্মঘট পালনকারী শিক্ষকদের জন্য চিড়া-গুড় এবং মুড়ি পাঠান।

গতকালও প্রায় সারাদিন নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। ক্লান্ত শিক্ষকদের উদ্দীপ্ত করতে মাঝে মাঝে পরিবেশিত হয় সঙ্গীত, আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ আখ্যায়িত করে বলেন, এরা দেশ পরিচালনার চরম অদক্ষতা দেখিয়েছে। দেশে কোন উন্নয়ন নেই, বিনিয়োগ নেই। জনগণের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই। ভোটের অধিকারও এখন নিশ্চিত নয়। এই সরকার উন্নতি করেছে শুধু দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে সংলাপ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শেখ হাসিনা বলেন, সংসদে বসে আলোচনা করতে আমরাও রাজি। কিন্তু সংসদে আলোচনার জন্যতো কিছু নিয়ম-মানতে হয়। সে নিয়ম মানতেই বিল আনুন। বিনা নোটিসে কিছু আলোচনা হলে তা রেজুলেশনে আনা যাবে না। স্বাভাবিক নিয়মেই টকট আউট হয়ে যাবে। একগুঁয়েমী করে গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় না। রাষ্ট্রও পরিচালনা করা যায় না।

জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা এবং আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ সার্বিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সরকার জাতিকে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। দু'জন প্রবীণ সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার জনগণের ভাষা বুঝেন না। শিক্ষকদের দাবি জাতীয় দাবি, এই দাবি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, এই সরকারের আমলেই সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের উপর সব চেয়ে বেশি হামলা হয়েছে।